যায়যায়দিন
তারিখঃ ২২-০৯-২০২২ (পৃঃ ১১)

'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব কৃষি বিজ্ঞানীদের হাত ধরেই বাস্তবায়ন হবে'

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক (ডিজি) মো. শাহজাহান কবীর বলেছেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব কৃষি বিজ্ঞানীদের হাত ধরেই বাস্তবায়ন হবে। কৃষি বিজ্ঞানীদের হাত ধরেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'আধুনিক ধান উৎপাদন প্রযুক্তি' বিষয়ে দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ডক্টর মো. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রি'র পরিচালক ডক্টর মো. আবু বকর ছিদ্দিক এবং পরিচালক (গবেষণা) ডক্টর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও ব্রির সব বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে ডক্টর শাহজাহান কবীর আরও বলেন, আপনাদের হাত ধরেই দেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। সুতরাং এই প্রশিক্ষণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন ব্রি'র নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীসহ মোট ২৪ জন বিজ্ঞানী।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২২-০৯-২০২২ (পৃঃ ০১,০২)

রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলে আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে। মাঠে আদিবাসী নর-নারীরা ধান কাটছেন। ছবিটি গতকাল গোদাগাড়ী উপজেলার শীতলপুর এলাকা থেকে তোলা। ছবি : সালাহউদ্দিন

জাতীয় পুরস্কারে ধান চাষিরা উপেক্ষিত

সাইদ শাহীন ▷

দেশের ৭৬ শতাংশ জমিতে এখন ধানের আবাদ হয়। বাংলাদেশে একজন মানুষ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৬৬ গ্রাম চাল গ্রহণ করছে। সে হিসাবে বছরে একজন মানুষের চাল লাগছে ১৩৪ কেজি। এই চালের প্রায় পুরোটাই জোগান দিচ্ছেন সাধারণ কৃষক। পাশাপাশি চালকেন্দ্রিক শিল্প খাতের পণ্য উৎপাদন ও পশুখাদ্যের জোগানও দিচ্ছেন কৃষক।

কয়েক বছর ধরে কৃষি খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কৃষককে উৎসাহিত করতে নানা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় পুরস্কার, অ্যাগ্রিকালচার ইমপর্ট্যান্ট পারসন (এআইপি) এবং সংস্থাভিত্তিক বেশ কিছু পুরস্কারেরও ব্যবস্থা আছে। কয়েক বছরের পুরস্কারের তালিকা পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, এসব পুরস্কারে ধান আবাদকারী কৃষকরা উপেক্ষিত থাকছেন। অথচ দেশের দেড় কোটির বেশি কৃষক এখন ধান আবাদে নিয়োজিত। পুরস্কারের নীতিমালা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, তাতে তাঁদের অবদান মূল্যায়নের ব্যবস্থাই নেই। ফলে সব ধান আবাদকারী কৃষকরা এসব পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারছেন না। আবার কিছু ক্ষেত্রে আবেদনের সুযোগ থাকলেও অবদানের বিষয়গুলো এমনভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, তাতে ধান চাষ করা কৃষকরা বাছাইয়ে টিকতে পারছেন না। খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান কারিগর দেশের ধান চাষিদের এভাবে অবমূল্যায়ন তাঁদের উৎপাদনে নিরুৎসাহ করতে পারে।

কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের ধান আবাদে কৃষক মূলত আর্থ-সামাজিকভাবে ছোট ও সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তিতে তাঁরা গুরুত্ব কম পাচ্ছেন। কৃষকদের পুরস্কার দিতে হলে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের জাতীয়ভাবে নির্বাচন করতে হবে।

ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন, অনেক কৃষক আছেন, যাঁরা গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত

▶▶ বিশেষ পৃষ্ঠা ২ ক. ১

- ধান চাষে যুক্ত দেড় কোটি মানুষ
- ৭৬% জমিতে ধানের আবাদ
- ধান চাষিদের ৮৩% প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র
- ২০২৫ সালে ধান চাষে শ্রমিক ঘাটতি ছাড়াবে ১৫ লাখ

ধান আবাদে শ্রমিকের ঘাটতি

বছর	শ্রমিক (লাখ)
২০১৬	০.০০
২০২০	৭.৭০
২০২৫	১৫.৪
২০৩০	২৬.৫
২০৩৫	৩৪.০
২০৪০	৪২.৭
২০৪৫	৫১.৫
২০৫০	৬০.৩

সূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ব্রি)

জাতীয় পুরস্কারে ধান চাষিরা

▶▶ বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতগুলো দ্রুত সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছেন। বিশেষ কিছু কৃষক ধান উৎপাদনে তাঁদের নিজস্ব উদ্ভাবনী সক্ষমতা দেখাচ্ছেন। এ ছাড়া নিরাপদ ধান উৎপাদন, বিশেষ করে বালাই ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদন করছেন অনেক কৃষক। তাঁদের বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

আবার ধানের উৎপাদনে দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ সফলতা দেখাচ্ছে। বিশেষ করে হাইব্রিড ধানের জাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখছেন অনেকে। পুরস্কারের নীতিমালায় এগুলো সংযুক্ত করা যায়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ব্রি) কিংবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই উদ্যোগ নিতে পারে। পরবর্তী সময়ে জাতীয় পুরস্কারে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীর কালের কণ্ঠকে বলেন, দেশে ধান আবাদকারী দেড় কোটির বেশি কৃষক হলেন খাদ্য নিরাপত্তার মূল সৈনিক। তাঁদের পুরস্কারহীনতায় রেখে সামনের দিনে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হবে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে পড়েছে। ধানের আবাদ বাড়াতে একটা নতুন মোমেন্টাম প্রয়োজন। ধান চাষিদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, দেশের কৃষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হলো বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (আগে ছিল রাষ্ট্রপতি কৃষি উন্নয়ন পদক)। কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুরস্কারটি ১৯৭৩ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে।

চলতি বছর থেকে কৃষি খাতে নতুন পুরস্কার প্রদান শুরু হয়েছে। প্রথমবারের মতো কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) ২০২০ পুরস্কার পেয়েছে ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। তবে সেই তালিকায় শুধু ধান উৎপাদনে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হলেও মূলত সবজি ও আলুর বীজ উদ্ভাবন, বাজারজাতকরণের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর মাছ চাষের জন্য প্রতিবছর জাতীয় মৎস্য পদক দেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২২-০৯-২০২২ (পৃঃ ০২)

বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক পাচ্ছে ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' পেতে যাচ্ছে ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ১৪২৫ ও ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আগামী ৩ অক্টোবর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করেনি কৃষি মন্ত্রণালয়। দুই বছরের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনটি স্বর্ণ, ২৫টি ব্রোঞ্জ ও ১৬টি রৌপ্যপদক দেওয়া হবে।

জানা গেছে, দেশের কৃষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হলো বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (পূর্বনাম রাষ্ট্রপতি কৃষি উন্নয়ন পদক)। কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন এই পুরস্কারটি ১৯৭৩ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার হিসেবে প্রতিবছর স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ—এ তিন বিভাগে মোট ৩২টি পদক দেওয়া হয়। এর মধ্যে স্বর্ণ পাঁচটি, রৌপ্য ৯টি ও ব্রোঞ্জপদক ১৮টি। গত দুই বছরের এ পুরস্কারের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়। তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে ১৪২৫ বঙ্গাব্দের জন্য ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য ২৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে।

কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজে স্বর্ণপদক পাচ্ছেন বগুড়ার শেরপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. রায়হান পিএএ। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার ক্যাটাগরিতে রৌপ্যপদক পাচ্ছেন পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চৌঠাইমহল গ্রামের মো. বদরুল হায়দার বেপারী এবং মো. হামিদুল হক (উপসহকারী কৃষি অফিসার, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ)। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ব্যবহারে কৃষিতে নারীর অবদানের ক্ষেত্রে রৌপ্যপদক পাচ্ছেন ঝিনাইদহের লক্ষ্মীপুরের শারমিন আক্তার, প্রতিষ্ঠান/সমবায়/কৃষক পর্যায়ে উচ্চমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপনে অবদানস্বরূপ রৌপ্যপদক পাচ্ছেন পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার মো. দুলাল মৃধা, সাভারের মো. কোব্বাদ হোসাইন (বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপনে রৌপ্যপদক) এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ীর মো. মনিরুজ্জামান মনির। প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে প্যারামাউন্ট অ্যাগ্রো লিমিটেড।

এ ছাড়া ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে কৃষি গবেষণায় রাজশাহীর তানোরের নুর মোহাম্মদ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ব্যবহার ক্যাটাগরিতে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ার বারেক হাওলাদার, কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজে রংপুরের বুড়িরহাটের হর্টিকালচার সেন্টারের মো. মজিদুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের শফিকুল ইসলাম, নওগাঁর পোরশা উপজেলার গৌতম কুমার সাহা, রাজশাহীর পুঠিয়ার মোছা. পার্নিমা বেগম এবং ঢাকার নবাবগঞ্জের নিপু ট্রেডার্স।

১৪২৬ বঙ্গাব্দে পুরস্কারপ্রাপ্তরা : পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি/উদ্ভাবন/ব্যবহার ক্যাটাগরিতে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি চাষে পাবনার ঈশ্বরদীর মো. আমিরুল ইসলাম স্বর্ণপদক পাচ্ছেন। এ ছাড়া রৌপ্যপদকপ্রাপ্তরা হলেন—ঢাকা শেরেবাংলানগরের মুহাম্মদ রকিবুল আহসান রনি, যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আইয়ুব হোসেন, খুলনার খালিশপুরের মোছা. হালিমা বেগম, যশোরের ঝিকরগাছার নাসরিন সুলতানা, সিলেটের আব্দুল হাই আজাদ বাবলা, মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার মো. রফিকুল ইসলাম, খুলনার ডুমুরিয়ার আবুল হোসেন সরদার এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁর মো. বাবুল হোসেন।

যায়যায়দিন

তারিখঃ ২২-০৯-২০২২ (পৃঃ ০৮)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
টেলিফোন: ৪৯২৭২০০৫-১৫, ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০
E-mail: dg@brri.gov.bd, Web: brri.gov.bd

Memo no: 101/14/71

Date: 21-09-2022

e-GP Tender Notice

E-Tender is invited in the e-GP system Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the following works. Details are given below :

Sl. No.	Tender ID & Reference No.	Procurement Nature, Title	Type, Method	Publishing Date & Time	Closing Date & Time
1	732797 BRRI/Programme/ Cumilla/L-137/2022	Works. Development of Research Field/ Earth Filling for BRRI Regional Station at Cumilla	OTM	22-Sep-2022 10.00.00	20-Oct-2022 14.00.00
2	732761 BRRI/Programme/ Cumilla/C-179/2022	Works, Construction of Threshing floor for BRRI Regional Station at Cumilla	OTM	22-Sep-2022 10.00.00	20-Oct-2022 14.00.00
3	733003 BRRI/Programme/ Sonagazi/C-181/2022	Works, Construction of RCC Road for BRRI Regional Station Sonagazi at Feni.	OTM	22-Sep-2022 10.00.00	20-Oct-2022 14.00.00
4	732955 BRRI/Programme/ Sonagazi/C-180/2022	Works, Development of Research Field/ Earth Filling for BRRI Regional Station Sonagazi at Feni	OTM	22-Sep-2022 10.00.00	20-Oct-2022 14.00.00
5	732923 BRRI/Programme/ Sonagazi/C-182/2022	Works, Construction of Irrigation Line for Research Field for BRRI Regional Station Sonagazi at Feni	OTM	22-Sep-2022 10.00.00	20-Oct-2022 14.00.00

The interested persons/firm may visit the website www.eprocure.gov.bd to get the details of the tender.
This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the national e-GP porlal and no offline/hard copy will be accepted submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal is required.
Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and e-GP Help Desk (helpdesk@eprocure.gov.bd)

(Md. Hasan Ali)
Executive Engineer
Building & Construction Division
BRRI, Gazipur.